যুগান্তর

10 MAR 2017
8 6

...স্পতিবার ১০ মার্চ ২০১৭ ● ২৬ ফ

পাঠ্যবই দিয়ে শুরু— শেষ

সাদাসিধে কথা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

দেশ নিয়ে যদি কখনও আমার মন খারাপ হয়, তখন আমি আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবি এবং অবধারিতভাবে আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। এ দেশে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রায় চার কোটি, দেশের জনসংখ্যা চার কোটি থেকে বেশি এরকম দেশের সংখ্যাই এ পৃথিবীতে একেবারে হাতেগোনা— আমাদের দেশে প্রাইমারিতে যত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে ইউরোপের অনেক দেশের মোট জনসংখ্যা তার থেকে কম! এ দেশে শুধু যে অনেক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে তা নয়, ছেলে ও মেয়ে সমানভাবে লেখাপড়া করছে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে মালালা নামে একটি বালিকা লেখাপড়া করতে চেয়েছিল বলে তার মাথায় গুলি করে দেয়া হয়েছিল। আমাদের দেশে নিচু ক্লাসগুলোতে অনেক সময় ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যা বেশি, তারা লেখাপড়াতেও অনেক সময় ভালো রেজাল্ট করে। পৃথিবীতে যত সুন্দর দৃশ্য আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে যখন দুটি শিশুবালিকা গলা ধরাধরি করে কথা বলতে বলতে বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যায়।

আমরা জানি আমাদের দেশের লেখাপড়া নিয়ে অনেক সমস্যা, স্কুলগুলোতে শিক্ষক নেই, যারা আছেন তারাও যে সবসময় পড়াতে পারেন তা নয়। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের কোচিং সেন্টারে পাঠিয়ে তাদের শৈশব থেকে সব আনন্দ কেড়ে নেন। ছেলেমেয়েরা বইয়ের ভারে কুঁজো হয়ে যায়, তারপরও তাদের গাইডবই মুখস্থ করতে হয়। পাঠ্যবইগুলোর মান ভালো নয়, নানা রকম ভুলভ্রান্তি হাতে নিলে বোঝা যায় পুরো কাজটি করা হয়েছে এক ধরনের অবহেলা নিয়ে।

কিন্তু এত কিছুর পরও আমরা কখনই হতাশা প্রকাশ করিনি, কারণ আমরা জানি লেখাপড়া নিয়ে এ সমস্যাগুলো একটুখানি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেই সমাধান করে ফেলা যায়। আগে হোক পরে হোক এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে, আমাদের দেশের চার কোটি ছেলেমেয়ে ঠিক ঠিক লেখাপড়া করবে। তখন আর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা করতে হবে না।

কিন্তু এই প্রথমবার আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠেছি। এই প্রথমবার আমরা আবিষ্কার করেছি, আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার যে জগৎটি আছে সেটি এই দেশের মানুষ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, কিংবা এক কথায় শিক্ষা পরিবার নিয়ন্ত্রণ করে না, এটি একটি অদৃশ্য শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এবারে নিয়ন্ত্রণটি এসেছে পাঠ্যবইয়ের ওপর। পাঠ্যবই ছাপানোর সময় ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি, অবহেলা নিয়ে আমরা এতদিন হইহল্লা করে এসেছি, এখন হঠাৎ করে দেখছি এই ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি, অবহেলা থেকে হাজার গুণ বড় একটি অশুভ ষড়যন্ত্র আমাদের লেখাপড়ার একেবারে ভিত্তিমূল ধরে টান দিয়েছে।

হেফাজতে ইসলামীর দাবি মেনে নিয়ে আমাদের পাঠ্যবইগুলোর পরিবর্তন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের আমলে আমরা একেবারে হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করেছি এ দেশে পাঠ্যবইটি কেমন হবে সেই সিদ্ধান্তটি আর এই দেশের শিক্ষাবিদেরা নিচ্ছেন না, সিদ্ধান্তটি নিচ্ছে হেফাজতে ইসলাম।

হেফাজতে ইসলামের কথা বলা হলেই আমার ২০১৩ সালের মে মাসের ৫ তারিখের ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। হেফাজতে ইসলাম ওই দিনটিতে ঢাকা অবরোধের ডাক দিয়েছিল। এর পেছনের রাজনীতি কিংবা ষড়যন্ত্র কী ছিল আমার জানা নেই, ব্যক্তিগতভাবে ওই দিনটিকে আমি একটা অশুভ দিন মনে করি, কারণ ওইদিন ভোর পাঁচটায় আমার কাছে একটা এসএমএস এসেছিল। ইংরেজি অক্ষরে বাংলায় সেখানে আমাকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছিল—

'এই নাস্তিক জাফর ইকবাল, তোদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে। হতে পারে আজ রাতই তোদের শেষ রাত। কাল হয়তো তোরা আর পৃথিবীতে থাকতে পারবি না। কারণ এই জমানার শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদিস আল্লামা আহমদ শফীর ডাকে সারা বাংলাদেশের তৌহিদি জনতা মাঠে নেমে এসেছে। সেসব তৌহিদি জনতা প্রধানমন্ত্রীসহ তোদের সব ধরে ধরে জবাই করে ছাড়বে। আমার আল্লাহকে নিয়ে, বিশ্বনবীকে নিয়ে, আলীমকে নিয়ে কোরআনের হাফিজদের নিয়ে কটূক্তি করার ভয়ংকর পরিণাম কী, তা আগামী কাল হাড়ে হাড়ে টের পাবি তোরা।'

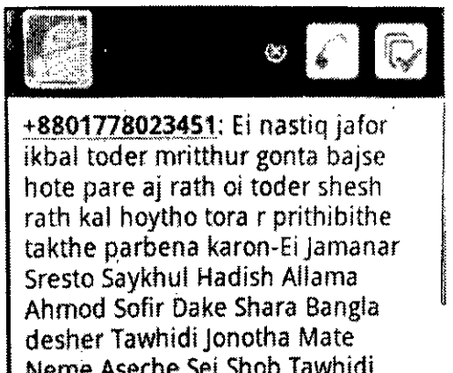

হেফাজতে ইসলামের প্রকৃত রূপটি এই এসএমএসটি পড়লে বোঝা যায়। তারা এখনও সুযোগ পায়নি; কিন্তু সুযোগ পেলে তারা প্রধানমন্ত্রীকেও জবাই করার ইচ্ছা রাখে। আমাদের পাঠ্যবই এই হেফাজতে ইসলামের ইচ্ছে মেনে নিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ হেফাজতে ইসলাম ছেলেমেয়েদের পরিবর্তনগুলো আনতে চেয়েছিল, আমর পাঠ্যবইয়ে হুবহু সেই পরিবর্তনগুলো আন জানতে পেরে এ দেশের সাধারণ মানুষ শিক্ষক-শিক্ষাবিদ লেখক কবি সাহিত্যিক তার প্রতিবাদ করেছেন। তার উত্তরে শি কোনো বক্তব্য রাখা হয়নি। ছোটখাটো। তথ্যের যে বিভ্রান্তি ছিল সেগুলো নিয়ে এ হয়েছে; কিন্তু আদর্শগত যে বিশাল এক করা হয়েছে সেটি নিয়ে এখন পর্যন্ত ে

শিক্ষানীতি নিয়ে যখ
হয়েছিল তখন কওি
দেশের শিক্ষাব্যবস্থা
মাঝে আনার চেষ্টা
হয়েছিল। তারা আস
হয়নি। এ দেশের ম
তারা তাদের নিজস্ব
একটি ধারাকে বজা
আমাদের মুক্তিযুদ্ধে
বাংলাদেশের স্বপ্ন অ
সঙ্গে তার মিল নেই
তারা শুধু তাদের
লেখাপড়ার বিষয়
করেছে, এই প্রথম
দেখতে পাচ্ছি যে
আমাদের দেশের
লেখাপড়ার বিষয়বস্তুটি তাদের মতো করে পরিবর্তন করার দা
কত কিছুই দাবি করে, এ লেখাটিতে আমি যে এসএমএসটি তু
সেখানেও তাদের শুধু দাবি নয়, তাদের পরিকল্পনার কথাও আ

২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলাম যে অবরোধ তৈরি করেছিল সেখানে লাখ লাখ পুরুষ মানুষ ছিল, সেখানে কোনো নারী ছিল না। আমরা নারী ও পুরুষকে সব জায়গায় সমানভাবে দেখতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি নারী-পুরুষের এ সম্মিলিত শক্তি। হেফাজতে ইসলামের জগতে নারীদের কোনো স্থান নেই। নারীদের অবদান দূরে থাকুক, তাদের অবস্থানটি পর্যন্ত তাদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। মেয়েদের তেঁতুলের সঙ্গে তুলনা করা সেই উক্তিটি নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যায়নি।

হয়নি। আমরা লোকমুখে নানারকম মিত্যা যাচাই করতে পারি না। ে বিতরণের জন্য পাঠানোর পর ফি 'হেফাজতিকরণ' করে নতুনভাবে হয়েছে। সত্যি যদি এটি ঘটে থাকে, শিক্ষার ইতিহাসে এর থেকে ব আসেনি। সরকার এ ব্যাপারে মুখে ব্যাপারে একবারও মুখ খুলছে ন হেফাজতে ইসলাম এই পাঠ্যবই নি

মৃতদেহের কিডনি সংগ্রহে আইন হচ্ছে

——— মোহাম্মদ নাসিম

যুগান্তর রিপোর্ট

মৃতদেহের কিডনি সংগ্রহে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন সংশোধন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। তিনি বলেন, কিডনি প্রতিস্থাপনে আইনি জটিলতা দূর করতে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন সংশোধন প্রায় চূড়ান্ত। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্য প্রথমে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদন ও পরে সংসদে সংশোধনী আইনটি পাস হবে।

বৃহস্পতিবার কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'শেখ হাসিনার অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করে এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। আওয়ামী লীগ কোনো চাপের কাছে মাথা নত করবে না। কোনো নছিয়তে কাজ হবে না।'

ডাক্তারদের উদ্দেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রোগীদের জিম্মি করে আপনারা ধর্মঘট করবেন না। এটা করে মানুষকে কষ্ট দেবেন না। প্রতিবাদ জানানোর অনেক ভাষা আছে। আপনারা মানববন্ধন করুন, প্রয়োজনে আমার কুশ-পুত্তলিকা দাহ করুন। কিন্তু টেবিলে রোগীকে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

নতুন কমিটিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবা ক্ষতিগ্রস্ত অফিসের একাংশ

সিদ্ধিরগঞ্জে মাজারের অর্থ লোপাটের